দৈনিক ইনকিলাব

FEB 2 1 2001

পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

খুলনা ভার্সিটির ডীন ডঃ আহমদ মৃধার আকস্মিক মৃত্যু ঃ কিছু প্রশ্ন

মুনীর উদ্দীন আহমদ ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান স্কুলের ডীন ডঃ আহমদ হোসেন মৃধার অকাল মৃত্যু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে আবারো ক্যাম্পাস অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। অনেকে এটিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, ডঃ মৃধাকে গত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান সফলভাবে করার জন্য দীর্ঘ দুই মাস প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন। সমাবর্তনের দুই/তিনদিন আগে সাড়ে চার লাখ টাকার একটি বিতর্কিত বিলে তিনি স্বাক্ষর না করায় ট্রেজারার ক্ষুব্ধ হন। অজ্ঞাত কারণে ভিসি ট্রেজারারের পক্ষ নেন। এই কারণেই নাকি সমাবর্তনের মাত্র দু'দিন আগে তাকে ছুটি নিতে বলা হয়। কেননা, আইনগতভাবে ডঃ মৃধা দু'বছরের জন্য ডীন হিসেবে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। জীববিজ্ঞান স্কুলের ডীন হিসেবে তাকে চ্যান্সেলরের পাশে বসে তার স্থানের গ্রাজুয়েটদের উপস্থাপন করার কথা ছিল। সমাবর্তন উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনিয়রে ডঃ মৃধাকে জীববিজ্ঞান স্কুলের ডীন হিসেবে দেখানো হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিতর্কিত শিক্ষক ডঃ আব্দুর রহমানকে জীববিজ্ঞান স্কুলের ডীন হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঐ স্কুলের গ্রাজুয়েটদের উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একদিন আগে ১৩ ফেব্রুয়ারী ডঃ মৃধাকে দুই দিনের ছুটি নিতে বলা হয়। ডঃ রহমানকে ঐ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে উক্ত শিক্ষককে আগের ভিসির কক্ষে তালা লাগানোর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সমালোচনা করেছিলেন।

এই ঘটনায় ডঃ মৃধা খুবই মর্মাহত হয়। দুটি মাস সমাবর্তনের আহবায়ক হিসেবে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার পর ডীন পদে দায়িত্ব পালনে বাধাসহ বিভিন্ন কারণে মুষড়ে পড়েন। তিনি তার শুভার্থী শিক্ষকদের কাছে দুঃখের কথা বলে বাসায় চলে যান। সমাবর্তনের দিন বাসায় সারাদিন ব্যস্ত অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন। রাত ৯টায় তিনি পিঠে ও বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেড় বছর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীন হিসেবে থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার জানাজা হলো না। তড়িঘড়ি করেই রাতেই তার লাশ গ্রামের বাড়ী মুন্সীগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ভিসি নজরুল ইসলাম জানান, তিনি বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। তাকে মাদ্রাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সমাবর্তনে তিনি অসুস্থতার কথা বলে ছুটির দরখাস্ত করেন। ফলে ডঃ রহমানকে তারই পরামর্শে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে টেলিফোনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালীতে তিনি দুঃখ ও হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো জানান ইতিপূর্বে একবার ছুটিতে থাকারকালীন তার বিভাগের প্রধানের পদে অন্য একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ঘটনা যাই হোক, ডঃ মৃধার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পসে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় এই শিক্ষাবিদের অকাল মৃত্যুতে সবাইকে নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে ক্যাম্পাস আবার অশান্ত হয়ে পড়তে পারে।